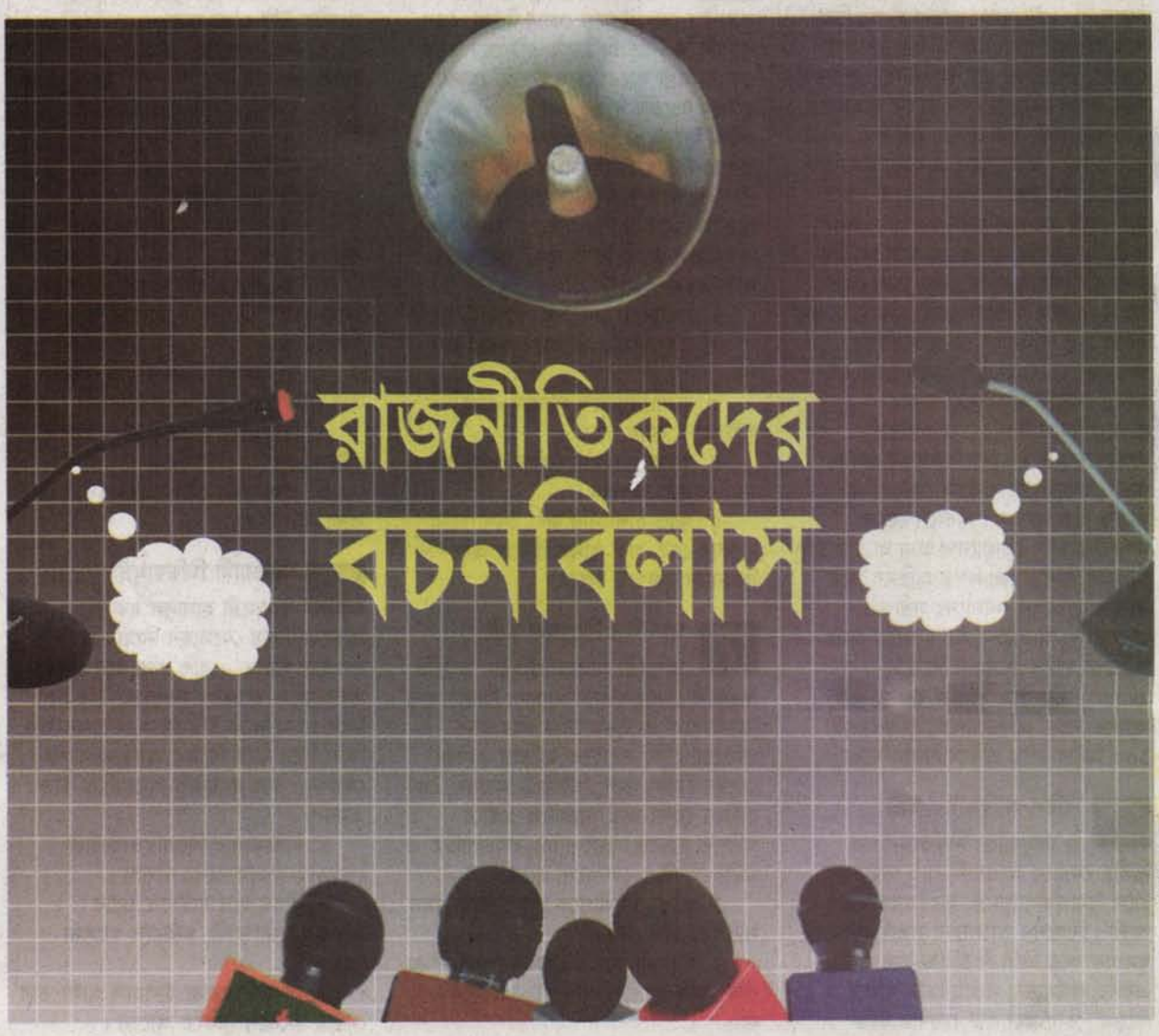

রাজনীতিকদের বচনবিলাস

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

চুপ কর বেয়াদব, তোর চোখ উপড়ে ফেলব। –শাজাহান খান, নৌপরিবহনমন্ত্রী

তোর বাপ আমাকে স্যার বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলতো, আর তুই বড় বড় কথা বলিস। –তোফায়েল আহমেদ, বাণিজ্যমন্ত্রী

সাংবাদিকরা চরিত্রহীন ও খবিশ। –সৈয়দ মহসিন আলী, সমাজকল্যাণমন্ত্রী

খালেদা জিয়ার জন্ম ডাস্টবিনে। –মতিয়া চৌধুরী, কৃষিমন্ত্রী

গোপালগঞ্জের নামই বদলে দেব, গোপালগঞ্জ বলে কোনো কিছু এদেশে থাকবে না। –খালেদা জিয়া, বিএনপি চেয়ারপারসন

খালেদা জিয়ার দরদ আছে পাকিস্তানের প্রতি, ওনার ওখানে চলে যাওয়া উচিত। –শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী

এদেশে কুলাঙ্গারদের শিরোমণি তারেক রহমান। –রাশেদ খান মেনন, বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী

উপরের উক্তি বা বচনগুলো আমাদের দেশের মন্ত্রী, নেতা-নেত্রীদের। সরকার পরিচালনার মতো পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে তারা কী বলছেন, তাদের কাছ থেকে এদেশের মানুষ কী শিখবে তা সহজেই অনুমেয়।

দার্শনিক প্রাইসর বলেছিলেন, 'যারা সর্বদাই পান করে তারা স্বাদ গ্রহণ করে না, আর যারা সর্বদা কথা বলে তারা চিন্তা করে না।' তার এই উক্তি নির্মম সত্য। আমাদের মন্ত্রীরা যা বলছেন তা চিন্তা না করেই বলছেন। তাদের মুখ ফসকে বের হয়ে আসছে এমন সব কথা যা শোনার অযোগ্য, বলার অযোগ্য এবং যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কের।

বহুল প্রচলিত মতবাদ– মানুষ উপদেশ দিতে ভালবাসে। কারণে-অকারণে একজন আরেকজনকে

উপদেশ দিতে পছন্দ করেন। যদিও উপদেশের বিষয়গুলো নিজের জীবনে মেনে চলেন না। এটা সাধারণ জনমানুষের চিত্র। আর অসাধারণ মানুষরা কী করেন? তারা কোনো উপদেশের ধার ধারেন না। প্রয়োজন মনে করেন না যুক্তি এবং তর্কের কাছাকাছি থাকতে। তারা কথা বলেন, শুধু কথা বলতে ভালবাসেন। বাংলাদেশে এ রকম অসাধারণ মানুষের নাম রাজনীতিবিদ। এরাই মন্ত্রী হন। মাঠে-ময়দানে জনসভায় বা সংসদে সর্বত্র এ মন্ত্রীদের কথার যুদ্ধ চলে। মন্ত্রীরা কথা বুঝে যতটা বলেন, তার চেয়ে বেশি বলেন না বুঝে। শিশুদের মতো না বুঝে কথা বলার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের কথাবার্তা হাসির খোরাক জোগাচ্ছে। এই হাসির খোরাক হয়ে টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন অন্তত একডজন মন্ত্রী। এদের অনেকেই এমন কথাও বলছেন যা সার্কাসে জোকার বা ভাঁড়রা বলে থাকেন। সার্কাসে যেমন দর্শকদের হাসি জোগানোর জন্য বা হাততালি পাওয়ার আশায় জোকাররা অভিনয় করে নানা কথা বলেন, আমাদের মন্ত্রীরাও জনসভা বা আলোচনা সভায় দলীয় নেতা-কর্মীদের হাসির বিনোদন দিতে নানা কথা বলছেন। তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে এক ধরনের 'বচন' প্রতিযোগিতা, যা অনেকটা ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার মতো।

খবিশ আবিষ্কারক মন্ত্রী

৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর দ্বিতীয় মেয়াদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সমাজকল্যাণমন্ত্রী হন সৈয়দ মহসিন আলী। শিশুদের আলোচনা সভায় প্রকাশ্যে ধূমপান করে তিনি বিতর্কিত হয়ে ওঠেন। এরপর আলোচনা সভায় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। তার কয়েকটি স্মরণীয় উক্তি এমন–

১. সাংবাদিকরা চরিত্রহীন ও খবিশ।

২. আমি সভা-সেমিনারে ঘুমাই না, দেশ নিয়ে ভাবি।

৩. ধূমপান করে অন্যায় করেছি, ক্ষমা চাই।

৪. দুই টাকার সাংবাদিক, তার আবার এত গুরুত্ব কেন!

৫. আমার মেয়েও জার্নালিজমে পড়ে, সেও বড় সাংবাদিক।

৬. বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সিগারেট খেয়েছি।

সিলেটের একটি সভায় সাংবাদিকদের তিনি চরিত্রহীন ও খবিশ বলে সম্বোধন করেন। সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠলে প্রধানমন্ত্রী তাকে ভর্ৎসনা করেন। তারপরও লাগাম টেনে ধরা যায়নি এ মন্ত্রীর।

চোখ উপড়াতে উদ্যত মন্ত্রী

সাধারণত এক সন্ত্রাসী আরেক সন্ত্রাসীর চোখ উপড়ে ফেলে দিচ্ছে এমন কাহিনী অতীতে মিডিয়ায় এসেছে। তবে কোনো মন্ত্রী কারো চোখ উপড়ে ফেলতে গেছেন এরকম নজির নেই। নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান এমনটাই করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি টকশোতে তার প্রতিপক্ষ ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়াকে চোখ উপড়ে ফেলতে উদ্যত হন। আলোচিত এ মন্ত্রীর কয়েকটি আলোচিত বচন এমন–

১. লঞ্চডুবির জন্য সরকার দায়ী নয়।

২. মন্ত্রী হয়েছি পদত্যাগ করার জন্য নয়।

৩. অসাংবিধানিক সরকার এলে সুশীলদের কদর বাড়ে।

৪. তারেক রহমান কোনো রাজনীতিক নয়, ফেরারি আসামি।

৫. গাড়ি চালানোর জন্য লেখাপড়ার দরকার নেই, গরু-ছাগল চিনলে আর সিগন্যাল বুঝলেই চলবে।

ডাস্টবিন বিশেষজ্ঞ মন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। সম্প্রতি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্য 'ডাস্টবিনে' এ রকম উক্তি করে বচন প্রতিযোগিতায় সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন তিনি। রাগ, খিটমিটে আচরণ, ধৈর্য হারিয়ে ফেলা তার স্বাভাবিক স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আলোচিত-সমালোচিত এ মন্ত্রীর স্মরণীয় বচনগুলো হচ্ছে–

১. আওয়ামী লীগকে ভয় দেখায় এমন সাধ্য ভয়েরও নেই।

২. খালেদা জিয়ার কোনো শিক্ষা-দীক্ষা নেই, তাই রাজনৈতিক শিষ্টাচার জানেন না।

৩. ৯০ দিন ফুরাবার আগে সংসদে এসে খালেদা জিয়া দাঁড়ি-কমাহীন ধারাপাত পড়ে গেছেন।

৪. বিএনপি আন্দোলন করবে আর আওয়ামী লীগ বসে বসে তামাক খাবে, এ ভাবলে চলবে না।

৫. চোরের মার গলা সব সময় বড় হয়। খালেদা জিয়ার বড় গলায় কথা বলা মানায় না।

বোগাস-রাবিশ বিষয়ক মন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পান, এখনো তিনি সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীদের 'ফটকা' বলে আলোচিত হন। 'অল রাবিশ', 'বোগাস' শব্দ ব্যবহার করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। তার স্মরণীয় উক্তিগুলো হচ্ছে–

১. আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া যারা রাজউকের সই নিয়েছে, তারা সবাই চোর।

২. বর্তমানে দুর্নীতি দেশের সব জায়গায়।

৩. গ্রামীণ ব্যাংক সরকার দখল করবে এমন অভিযোগ 'রাবিশ'।

৪. দেশে কোনো বিনিয়োগ নেই, কিন্তু অর্থ পাচার আছে।

৫. অর্থ পাচার হচ্ছে সত্য। এ অর্থ দিয়ে দুবাই, কানাডা ও মালয়েশিয়ায় বাড়ি কেনা হচ্ছে।

৬. ড. কামাল একজন ব্যর্থ লোক। তার মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না।

৭. টিআইবির প্রতিবেদন বোগাস। এটা রাবিশ।

৮. যারা সরকারের সমালোচনা করে তারা স্টুপিড।

আওয়ামী মিডিয়ামন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বচন প্রতিযোগিতায় নেমেছেন নিজের অবস্থান সুসংহত করতে। বেশি কথা বলে তিনিও সমালোচিত হচ্ছেন। সম্প্রচার নীতিমালা নিয়ে প্রথম দিকে ইতিবাচক কথা বললেও তিনি ধীরে ধীরে নিজের অবস্থান পাল্টে ফেলেন। তার কয়েকটি আলোচিত উক্তি এমন–

১. নীতিমালার বিরোধিতাকারীরা স্বৈরাচার-রাজাকারদের দালাল।

২. এখন হবে মাইনাস ওয়ান। মাইনাস যুদ্ধাপরাধী, মাইনাস খালেদা জিয়া।

৩. বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী তার নেত্রীর নির্দেশে লুকিয়ে আছেন।

৪. ছাত্রলীগের এখনকার নেতা-কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। দেখেছে টেন্ডার বক্স। একেই তারা যুদ্ধক্ষেত্র মনে করে।

৫. বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়াউর রহমান জড়িত।

৬. বিএনপি হচ্ছে খুনিদের দল। এখানে চোর-ডাকাতরা রাজনীতি করে।

৭. জনগণের ভোটে এমপি হয়েছি, ফাঁকা মাঠে গোল দিইনি।

ক্ষমতা প্রদর্শক মন্ত্রী

আবদুল লতিফ সিদ্দিকী। আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা। ২০০৮ সালে নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভায় স্থান পান। এখনো একই ক্ষেত্রে মন্ত্রিত্ব করছেন তিনি। দ্বিতীয় মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে তিনি বেসামাল

হয়ে ওঠেন। নানা চটকদার কথা বলে সবার দৃষ্টি কাড়েন। চট্টগ্রাম সমিতির নামে জমি বরাদ্দ দিয়ে তিনি পানিতত্ত্ব সামনে নিয়ে আসেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেন, চট্টগ্রামের পানি গ্রহণ করেছেন বলে তিনি তাদের জমি দিয়েছেন। তার উল্লেখযোগ্য বচনগুলো হচ্ছে–

১. চট্টগ্রাম সমিতিকে জমি দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করিনি। আমার ক্ষমতা আছে তা জাতির সামনে দেখিয়েছি।

২. বাংলাদেশের নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকের দরকার নেই।

৩. বিএনপিকে আবার কিসের ভয় করতে হবে! ওরা ভয় পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

৪. দেশের রাজনীতিবিদরা হার্ভার্ড থেকে টাকা খরচ করে ডিগ্রি কিনে আনেন। আমাকে বহুবার দাওয়াত দিয়েছে। আমি ভুয়া ডক্টরেট ডিগ্রি কিনে আনিনি।

৫. আমার ভাইয়ের মাথায় গণ্ডগোল আছে তাই সে নানা কথা বলে।

৬. কথা না শুনলে তো গায়ে হাত দেবেই।

৭. টকশোতে যারা যান তারা সব সমস্যা সমাধান করতে পারেন, কেবল দেশ চালাতে পারেন না।

ভদ্র মন্ত্রীও প্রতিযোগিতায়

মন্ত্রিসভায় অনেকটা ভদ্র, নম্র ও মার্জিত স্বভাবের মানুষ সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। দ্বিতীয় মেয়াদেও তিনি এলজিআরডি মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিও কথার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। তার আলোচিত বচনগুলো হচ্ছে–

১. মাত্র কয়েকজন সুশীল বাজেটের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। তারা না করেন পলিটিক্স, না জানেন ইকোনমিক্স।

২. বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল নয়।

৩. টকশো পণ্ডিতদের কথা ও লেখনী বাঙালি জাতির মুক্তি আনেনি।

৪. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে জড়িত কেউ একজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কোন যুদ্ধে তিনি শান্তি এনেছেন? কোথায় তিনি ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করেছেন?

৫. বিশ্বের বেশ কিছু রাজধানীতে চিজ স্যান্ডউইচ আর সাদা ওয়াইন খেলে জনপ্রিয়তা বাড়ে। সময়মতো একটা নোবেল পুরস্কারও পাওয়া যায়।

৬. হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান নয়, তেমনি সব প্রতিবেদনও বস্তুনিষ্ঠ নয়। আবার সব সাংবাদিকও সাংবাদিক নয়।

আনপ্রেডিকটেবল ম্যান এরশাদ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আনপ্রেডিকটেবল ম্যান এরশাদ। তিনি একাধারে বিরোধী দলে আবার সরকারি দলে ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি কখনো শেখ হাসিনার পক্ষে আবার কখনো খালেদা জিয়ার পক্ষে কথা বলেন। আবার কখনো কখনো কারো পক্ষেই অবস্থান নেন না। তিনি সরকারবিরোধী কথা বললেই পরের দিন সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে যান। তারপরই তার বক্তব্য পাল্টে যায়। পতিত এই স্বৈরাচারী নেতার আলোচিত উক্তিগুলো হলো–

১. প্রতিশোধ নেয়ার আশায় বেঁচে আছি। অন্যায়ভাবে নয়, রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়েই প্রতিশোধ নেব।

২. বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে তা প্রতিশোধ নেয়ার পরেই নিভতে পারে।

৩. শেখ হাসিনার সরকার অবৈধ। এর আর একদিনও ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই।

৪. হলমার্ক, বেসিক ব্যাংক, শেয়ার বাজার লুটের সঙ্গে সরকার জড়িত।

৫. সংসদে যে সব শব্দ বলা হয় তা নিষিদ্ধ পল্লীতেও উচ্চারণ করা হয় না।

৬. আওয়ামী লীগ বেঈমান। কথা দিয়ে কথা রাখেনি।

৭. সম্প্রচার নীতিমালা নিয়ে সরকার পাগলামি করছে।

৮. আওয়ামী লীগ বা বিএনপি নয়, জনগণ জাতীয় পার্টির পক্ষে।

৯. হাওয়া ভবনে দেশ ছেয়ে গেছে।

১০. দুই নেত্রীর হাতে দেশ নিরাপদ নয়।

১১. আওয়ামী লীগ বিএনপি সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল।

১২. বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা ঘোষণা না করা আমার ভুল ছিল।

১৩. একদলীয় শাসনের লক্ষ্যে অভিশংসন ক্ষমতা নেয়া হচ্ছে।

১৪. বৈশাখ এলে আমি সতেজ হয়ে উঠি।

১৫. সুন্দরীরা আমার কাছে এলে আমার কী করার আছে।

৭. ছাত্রলীগ যেমন বীরের জন্ম দিয়েছে, তেমনি কিছু বিশ্বাসঘাতকও জন্ম দিয়েছে।

ফাটা কেষ্ট মন্ত্রী

কলকাতার বাংলা মুভি ফাটা কেষ্ট। ফাটা কেষ্টর কাজ হচ্ছে– 'যেখানে সমস্যা সেখানে হাজির হয়ে তা সমাধান করা'। যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বেশি কাজের না হলেও বেশি কথার মানুষ। তার সরব উপস্থিতি তাকে 'ফাটা কেষ্ট' উপাধিতে ভূষিত করেছে। আলোচিত এ মন্ত্রীর নিম্নোক্ত উক্তিগুলো প্রণিধানযোগ্য।

১. আমায় দায়িত্ব দিলে ৭ দিনের মধ্যে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট বদলে দেব।

২. হাইব্রিড নেতাদের ঠেলায় এখন আসল নেতারা কোণঠাসা।

৩. লঞ্চডুবির দায় সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

৪. বয়সের ভারে অর্থমন্ত্রী মাঝে মধ্যে খেই হারিয়ে ফেলেন।

৫. বিদেশিদের কাছে নালিশ করে লাভ নেই। তারা কোনোকিছু করতে পারবে না।

৬. এদেশে নেতার বাম্পার ফলন হয়েছে। তাদের কথায় দেশের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

মাথাগরম মন্ত্রী

লোকে জানেন তার মাথা গরম। মিডিয়ার সামনে গরম গরম কথা বলে গত ছয় বছর আলোচনায় রয়েছেন। তার নাম কামরুল ইসলাম। বর্তমানে খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। চটকদার কথা বলতে তার জুড়ি মেলা ভার। তার অমৃত বচনগুলো হলো–

১. মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যের মতো কাজ করছেন।

২. এটা আজগুবি নির্বাচন নয়, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হয়েছে।

৩. খাস জমি থাকলে সরকারি দলের কর্মীরা তা দখল করবেই।

৪. সাকা চৌধুরী একটা বেয়াদব, ওর সঙ্গে আর কথা বলব না।

৫. বিএনপি এখন টোকাইদের দল। বাটি চালান দিলেও ১৮ দলে সব দলের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৬. ব্যারিস্টার রফিক-উল হক একজন ভারসাম্যহীন লোক। তার কথার দু-পয়সা মূল্য নেই।

পথপ্রদর্শক প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা ২০০৯ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি একাই একহাত নিয়েছেন বিএনপিকে। খালেদা জিয়া, তারেক রহমান, মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের জবাব দিতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে একা লড়াই করেছেন। বিগত বছরগুলোতে তার আলোচিত বচনগুলো হলো–

১. বিএনপিকে ফরমালিন দিয়ে তাজা করে রেখেছি।

২. খেলা হচ্ছে মাঠে, কিন্তু মাঠের অন্যদিকে খেলোয়াড় নেই। তাহলে তো আমরা ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েই যাব।

৩. আমি জানি না আর কত রক্ত হলে তার রক্তের পিপাসা মিটবে।

৪. নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংবিধান থেকে একচুলও নড়ব না।

৫. আমি পরচুলা পরা নেত্রী নই।

৬. আমার ছেলের বউ ইহুদি নয়, সে খ্রিস্টান। ইহুদি অবশ্য ড. কামাল হোসেনের মেয়ের জামাই।

৭. একটা আঁতেল শ্রেণি আছে, রাত নামলেই টকশোর নামে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

৮. আমরা সরকারে আসার পর মিডিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাচ্ছে। প্রতিদিন সরকারের বিরুদ্ধে কিছু না লিখলে তো তাদের ভাত হজম হয় না।

৯. খালেদার দুর্নীতির বিচার না হলে অন্যদের করা যাবে না।

১০. খালেদার নির্দেশে ইলিয়াস আলী লুকিয়ে থাকতে পারে।

১১. লোডশেডিংয়ের দরকার আছে, মানুষ যাতে ভুলে না যায় লোডশেডিং নামে কিছু একটা ছিল।

১২. পত্রিকা ও টেলিভিশনগুলো এখন সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে যা ইচ্ছা বলছে, আমরা তো কিছু বলছি না।

১৩. তার (খালেদা) জন্ম শিলিগুড়ির চা বাগানে। তার নানা-নানীর নাম কী? জিয়াউর রহমানের জন্ম ভারতে, পড়াশোনা করেছেন পাকিস্তানে। তার বাবা-মার কবর পাকিস্তানে। দেশের প্রতি তাদের দরদ থাকবে কী করে!

১৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় গেরিলারা খালেদা জিয়াকে ভারত নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তিনি যাননি। তিনি ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে মেসে ছিলেন।

১৫. সুশীল সমাজের একটা অংশ দেশের গণতন্ত্র ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

১৬. ইয়াহিয়ার পা চাটা কুকুরদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন।

৭. টকশোতে যারা যায় তারা নিশি কুটুম্ব। সব জানে, দেশের দু-টাকার উপকার করতে পারে না।

৮. বিশ্বব্যাংকের বায়বীয় অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

মিশন ইমপসিবল মন্ত্রী

২০০৯ সালে মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে মিশন ইমপসিবল পর্ব শুরু করেন অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন। প্রতিদিনই নানা কথা বলে আলোচনায় উঠে আসেন। বিশেষ করে সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলে সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন। তার আলোচিত বচনগুলো হলো–

১. ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাগর-রুনির হত্যাকারীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছি।

২. পুলিশ চরিত্র আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

৩. ইলিয়াস আলীকে খুঁজে বের করার মতো সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পেল কই?

৪. ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করলেই অ্যাকশনে যাওয়া যায় না।

৫. পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালায়।

৬. দেশে কোনো ক্রসফায়ার নেই।

৭. সন্ত্রাসীদের ধরতে পুলিশ গুলি ছুড়বে না তো বসে বসে গুলি খাবে?

৮. বিএনপির মাজায় জোর নেই। আন্দোলন করতে গেলে মাজায় জোর লাগে।

প্রতিযোগিতায় অন্যান্য মন্ত্রী

২০০৯ থেকে ২০১৩ এবং ৫ জানুয়ারির পর বর্তমান মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই কথা বলার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছেন। বর্তমান মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এদের মধ্যে সর্বাধিক আলোচনায় রয়েছেন। মোহাম্মদ নাসিমের আলোচিত বচনগুলো হলো : খালেদা জিয়ার জন্ম কয়বার, খালেদা জিয়া ভুয়া জন্মদিন পালন করেন; বিএনপি আর কোনো দিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না; স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি নেই। অন্যদিকে মায়া চৌধুরীর বচনগুলো হচ্ছে : আমার পরিবার কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়, মিডিয়া তথ্য-প্রমাণ ছাড়া আমার পরিবারের বিরুদ্ধে লিখছে, খালেদা-তারেককে রিমান্ডে নিলে ২১ আগস্টের তথ্য বেরিয়ে আসবে, বিএনপির হাত-পা ভেঙে ঘরে বসিয়ে রাখব, বিএনপি-জামায়াত নাশকতা করলে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব। বর্তমান মন্ত্রিসভার শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেছেন, তারেক পাগলা কুকুরের মতো আচরণ করছে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, সমুদ্র ভরাট করেও বাড়ি বানানো যায়। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, গুম বলে কোনো শব্দ নেই, গুম নিয়ে মিডিয়া বাড়াবাড়ি করছে। সাবেক মন্ত্রী হিসেবে হাছান মাহমুদও কম যাচ্ছেন না। তার বচনগুলোর মধ্যে রয়েছে, বিএনপি অবৈধ রাজনৈতিক দল, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে কোনো দুর্নীতি হয় না, টিআইবির প্রতিবেদন বস্তুনিষ্ঠ নয়, বিএনপি আহম্মকদের আড্ডাখানা। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে বচনে সক্রিয় ছিলেন অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু। তার অমৃত বচনগুলো হলো, পুলিশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা ভালো, পুলিশের চরিত্রের উন্নতি হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক হলো দানব, গুম-খুনের জন্য সরকার দায়ী নয়, বেডরুম পাহারা দেয়া পুলিশের কাজ নয়, সংসদে ব্যবসায়ী আর ঠিকাদারের সংখ্যা বেশি। সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী লে. কর্নেল ফারুক খানও সক্রিয় ছিলেন। তার আলোচিত উক্তি হলো, দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে কম খান, অবৈধ মজুতকারীদের ধরে জেলে দেয়া হবে। এই সরকারের সময় দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ে নাই, রমজানে দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বর্তমান কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের আলোচিত বচন হচ্ছে, ডিসি-এসপিদের ধমক দেব না তো আদর করব নাকি?

পিছিয়ে ছিল না ৪ দলীয় জোট

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল ৪ দলীয় জোট সরকার। সে সময় অনেক মন্ত্রীই কথা বলার

প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। এদের মধ্যে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন, এম সাইফুর রহমান, এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও লুৎফুজ্জামান বাবর সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। নাজমুল হুদা যোগাযোগমন্ত্রী ছিলেন। তার একটি বিতর্কিত উক্তি হচ্ছে, '৭১-এ তৎকালীন রাষ্ট্রের অখণ্ডতা চেয়ে জামায়াত কোনো অপরাধ করেনি। তার আরো স্মরণীয় উক্তি হলো, ২১ আগস্ট ৭-৮টি গ্রেনেড বিস্ফোরণ হলো, কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে (শেখ হাসিনা) হামলা হলো তার গায়ে একটাও লাগল না কেন? এই তথ্য নিয়ে যারা বেশি নড়াচড়া করছে তাদের র‍্যাবের আওতায় আনলে কেমন হয়, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের ঝগড়া দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। ছাগল বিতরণমন্ত্রী হিসেবে বিশেষ পরিচিতি ছিল কর্নেল (অব.) আকবর হোসেনের। তার স্মরণীয় উক্তি ছিল, 'সাংবাদিকরা ছাগল...।' এ ছাড়া তার আরেকটি উক্তি ছিল– 'আল্লাহর হুকুম হওয়ায় লঞ্চ ডুবে গেছে, রোদ উঠলে দ্রব্যের দাম কমে যাবে।'

অর্থমন্ত্রী হিসেবে সাইফুর রহমান ও আলোচনায় ছিলেন। তার স্মরণীয় বচন হচ্ছে, 'দেশের মানুষ পেটুক। তারা বছরে ১৮৩ কেজি চালের ভাত খায়।' অন্য বচনগুলো হলো চালের দাম বাড়লে বাড়ুক, কৃষক লাভবান হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় সে তুলনায় বাংলাদেশে কিছুই হয় না। সে সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আলতাফ হোসেন চৌধুরী আলোচনায় ছিলেন। তার বেফাঁস মন্তব্য হলো, 'আল্লার মাল আল্লায় নিয়ে গেছে।' তার আরো জনপ্রিয় দুটি উক্তি হচ্ছে, 'দেশে খুন বেড়েছে অপরাধ বাড়েনি' এবং 'সাংবাদিকরা হচ্ছে স্টুপিড'।

একইভাবে আলোচনায় ছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। তার ঐতিহাসিক উক্তি, 'উই আর লুকিং ফর শত্রুজ'। তার আরো একটি আলোচিত উক্তি হচ্ছে, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় টার্গেট শেখ হাসিনা ছিল না; দেশে ছিনতাই, অপরাধ কমেছে কিন্তু বোমা হামলা বেড়েছে এবং ১০ ট্রাক অস্ত্র পাচারের সঙ্গে বিরোধী দল জড়িত থাকতে পারে। এ ছাড়া অশ্লীল মন্তব্যের জন্য সাকা চৌধুরীও বিখ্যাত। ওআইসি মহাসচিব পদে নির্বাচন করে হেরে যান তিনি। পরাজিত হয়ে দেশে ফেরার পথে ঢাকা বিমানবন্দরে নেমেই শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে সরাসরি কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তার উক্তি ছিল, 'তিনি (হাসিনা) আমার 'সোনা' নিয়ে টানাটানি করছেন কেন...।' 'ওয়াজেদ মিয়ার কি সোনা নেই।'

পিছিয়ে নেই আপসহীন নেত্রী

অনেকে বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কম কথা বলেন, হিসাব করে বলেন। কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়। কথা বলার ক্ষেত্রে তিনিও শেখ হাসিনা থেকে পিছিয়ে নন, অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় সমানে সমান হয়ে যান। প্রায় সব ব্যাপারেই তিনি এখন কথা বলছেন। অনেকেই মনে করছেন তার এই কথা বলার কারণে দলের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে। কথা বলতে গিয়ে তিনি অনেক বেফাঁস কথাও বলে ফেলছেন। নিচে তার কয়েকটি আলোচিত বচন–

১. এই গোপালি তুই চুপ কর। গোপালগঞ্জের নাম মুছে ফেলব।

২. সরকারের এক মন্ত্রী বস্তাভর্তি টাকাসহ ধরা পড়লেন। এই মন্ত্রীর দুর্নীতি আড়াল করতে তারা ইলিয়াস আলীকে গুম করেছে।

৩. বঙ্গবন্ধু নন, জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক।

৪. এ সরকারকে আমরা ফেলে দিতে চাই না। তাদের ল্যাংড়া লুলা করে দিতে চাই। দেখি তারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কতদূর যেতে পারে।

৫. যুদ্ধে পরাজিত বাহিনী যেমন স্থাপনা ও মূল্যবান সামগ্রী পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, সরকারও এখন তা-ই করছে।

৬. হলমার্ক, ডেসটিনি, শেয়ারবাজার, ব্যাংক লুটপাটের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পরিবার জড়িত।

৭. দেশের অর্থনীতি যে অবস্থায় আছে, এর চেয়ে খারাপ অবস্থা এর আগে কোনোদিন ছিল না।

৮. ভবিষ্যতে ক্ষমতায় এলে এ সংবিধান ছুড়ে ফেলে দেয়া হবে। এটা কোনো সংবিধান নয়; এটা আওয়ামী লীগের দলীয় ইশতেহার।

৯. সরকার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে চায়। কারণ তারা বাংলাদেশকে করদ রাজ্যে পরিণত করতে চায়।

১০. বিডিআর হত্যাকাণ্ডে শেখ হাসিনা জড়িত।

১১. বিদেশি প্রভুদের সহায়তায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে।

১২. আওয়ামী লীগে তালেবান আছে।

১৩. শেখ মুজিবের খুনিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সরকার পরিচালনা করছেন।

১৪. শেখ হাসিনার হাতে রক্তের দাগ লেগে আছে।

১৫. চুপ থাক, বেয়াদব কোথাকার।

রাখাল রাজা মির্জা ফখরুল

তিনি ছিলেন বিএনপির নিভৃতচারী নেতা। দলেও তেমন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু ওয়ান-ইলেভেনে বিএনপির পতন হলে তিনি লাইমলাইটে চলে আসেন। তৎকালীন দলীয় মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের বিকল্প হিসেবে ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। খোন্দকার দেলোয়ারের মৃত্যু হলে তিনি ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হন। এরপরই তিনি 'কথাপ্রিয়' মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। আলোচিত এই নেতা নানা কথা বলে মিডিয়া সরগরম রাখলেও রাজপথে সক্রিয় দেখা যায়নি। তিনি ব্যস্ত আছেন কথার রাজনীতি নিয়ে। তার আলোচিত বচনগুলো হচ্ছে–

১. ৫ জানুয়ারি বাংলার মাটিতে কোনো নির্বাচন হবে না।

২. বিএনপিকে মাইনাস করে যারা নির্বাচনের স্বপ্ন দেখছে, তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করছে।

৩. জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক। তিনিই বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন।

৪. ডিসেম্বরের (২০১৩) মধ্যে এ দেশের মানুষ মুক্তি পাবে।

৫. সাপকে বিশ্বাস করা যায় তবে আওয়ামী লীগকে নয়।

৬. জাতীয় পার্টি এখন আওয়ামী লীগের বি-টিম।

৭. বিডিআর হত্যাকাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের হাত রয়েছে।

৮. দেশে খুনের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে।

৯. আওয়ামী লীগ জঙ্গিদের লালন করে।

১০. আওয়ামী লীগই বার বার এদেশে গণতন্ত্র হত্যা করেছে।

১১. শেখ মুজিবের খুনের সঙ্গে জড়িত অনেকেই এখন শেখ হাসিনার সঙ্গে রয়েছে। ■